সংবাদ

032

তারিখ ... ৫.১.৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ৪ ...

পরীক্ষার হলে সন্ত্রাস

পরীক্ষার হলে হামলা ও পরিদর্শক লাঞ্ছিত হওয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাটি ঘটেছে করটিয়ার সরকারী সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে। স্নাতক সম্মান পরীক্ষা চলাকালে কতিপয় পরীক্ষার্থী ও নকল সরবরাহকারী ছাত্র হামলা চালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক টিমের দু'জন সদস্যের ওপর। এতে তাঁরা গুরুতররূপে আহত হয়েছেন।

পরীক্ষার হলে সন্ত্রাস সৃষ্টির ঘটনা অল্প দিন আগেও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে ও কার্জন হলে রীতিমতো বোমাবাজি এবং সংঘবদ্ধ আক্রমণ পরিচালনা করা হয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল করায় বিক্ষুব্ধ ছাত্র পরীক্ষার্থীরা ওই হিংসাত্মক তৎপরতা চালিয়েছিল।

উৎস সেই একই: পরীক্ষায় গণটোকাটুকি। এই টোকাটুকি ব্যাপক আকারে চলার জন্যেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে, কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সা'দত কলেজের পরিস্থিতিও একই রকম। এখন যদি ওখানকার পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল করা হয়, তাহলে কি আবার কোনো নতুন সন্ত্রাসের পটভূমি তৈরি হবে না?

পরিদর্শকদের লাঞ্ছিত হওয়ার এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। তাঁরা কলেজ কর্তৃপক্ষের ও প্রশাসনিক শৈথিল্যের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, পরীক্ষা চলাকালে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না। এটা কলেজ কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রশাসনের অবহেলা এবং উদাসীনতারই প্রমাণ। না কি তাঁরা ভেবেছিলেন সম্মান পরীক্ষার্থীরা নিজেদের সম্মান বজায় রেখে পরীক্ষা দেবেন? এরকম ভাবনা কেউ করতে পারেন বলে অবশ্য আজকাল আর বিশ্বাস করা যায় না। তবে এব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এখনো জানা যায়নি। সা'দত কলেজের অনার্স পরীক্ষার্থীরা ও টাঙ্গাইল জেলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ঐ কলেজে ডিগ্রী অনার্স পরীক্ষা ও পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিলের দাবী পুনর্বিবেচনা করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। জেলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদও অনুরূপ এক বিবৃতি দিয়েছে।

কিছু দুষ্কৃতকারীর জন্য সকল পরীক্ষার্থী দুর্ভোগ পোহাবে এটা যুক্তিসঙ্গত নয়। এ জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ত্বরিত ও উপযুক্ত ব্যবস্থায় পাশাপাশি নির্বিঘ্নে পরীক্ষাদান নিশ্চিত করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। পরীক্ষা স্থগিত ও কেন্দ্র বাতিল তো একটা গতানুগতিক পদ্ধতি। এতে দুষ্কৃতকারীদের কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। নিরপরাধ ও নিরীহ ছাত্ররা দুষ্কৃতকারীদের জন্যই এ ধরনের কালাও শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হন, এটা নিশ্চয়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও চান না।

ইতিমধ্যে ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্তের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পরীক্ষায় টোকাটুকি যেভাবে আমাদের শিক্ষাজীবনকে কলুষিত করে ফেলছে এবং একে ঘিরে শিক্ষাঙ্গনে যেভাবে হিংসাত্মক তৎপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, সেই সঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্রগুলো ঘিরে যে অব্যবস্থা চলছে তা দূর করতেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। কর্তৃপক্ষীয় ব্যবস্থার যে সব ত্রুটির রন্ধ্রপথ ধরে সা'দত কলেজে এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটতে পেরেছে তার পুনরাবৃত্তি হবে না—এটাও নিশ্চিত করা দরকার।